

১২ই ফেব্রুয়ারি শিল্প ধর্মঘট

শ্রমজীবীদের অধিকার রক্ষায় ধর্মঘট: কর্পোরেট মুনাফার স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী, শ্রমিকবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটে সামিল হবেন সারা ভারতের বিপণন কর্মীরা। সারা ভারতের লক্ষাধিক সেলস প্রমোশন কর্মী ৪ টি শ্রমকোড প্রত্যাহারসহ, হাসপাতালে কাজের পরিবেশ বজায় রাখার দাবীতে বিগত কয়েক বছর ধরে



কোচবিহার জেলার মিছিল

বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষা থাকার জন্য ১২ই ফেব্রুয়ারি শুধুমাত্র শিল্পক্ষেত্রে ধর্মঘটে সামিল হবেন শ্রমিক কর্মচারীরা।

গত ২১শে নভেম্বর ২০২৫ কেন্দ্রীয় সরকার অতীতের সকল শ্রমিক বিরোধী কার্যকলাপের সাথে দেশের প্রচলিত ২৯ টি শ্রম আইন বাতিল করে প্রস্তাবিত ৪টি শ্রম কোড কোন প্রকার বিধি ছাড়াই লাগু করেছে। এই শ্রমকোড, আমাদের বহু আন্দোলনের ফসল সেলস প্রমোশন এমপ্লয়িজ (কনডিশনস অফ সার্ভিস) অ্যাক্ট ১৯৭৬-এর অবলুপ্তি ঘটিয়েছে। এর মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ এবং শিল্প ও ক্ষেত্রভিত্তিক ফেডারেশন-অ্যাসোসিয়েশনগুলির সভা ২২শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্ত হয় পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হবে যেখানে পরিবহণ শিল্পকে এই ধর্মঘটের বাইরে রাখা হয়েছে।

দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি কেন নরেন্দ্র মোদীর শ্রমকোড মেনে নিতে পারছে না তা আমাদের পরিষ্কারভাবে জানা দরকার। প্রথমত: কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেশের শ্রমজীবী মানুষকে শক্তিশালী করে পুঁজিপতি শ্রেণীর অবাধ শোষণ ও লুণ্ঠনের লক্ষ্যে বিরোধীশূণ্য পার্লামেন্টে ২০২০ সালে এই আইন পাশ



নদিয়া জেলার মশাল মিছিল

করিয়েছিল। শ্রমিকদের লাগাতার আন্দোলনের জন্য তা লাগু করতে না পারলেও এখন কার্যকর করতে চাইছে। দ্বিতীয়ত: ২১শে নভেম্বর যেদিন শ্রমকোডের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে সেই দিনই দেশের সংগঠিত ক্ষেত্রের ৭০ শতাংশ কল কারখানার শ্রমিকদের শ্রম আইনের আওতায় বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। নিয়োগপত্র থেকে কাজের ঘন্টা, সাপ্তাহিক ছুটি, ন্যূনতম মজুরি, ভবিষ্যনিধি (পিএফ) সহ সামাজিক সুরক্ষার কাঠামোকে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। ৮ ঘন্টা কাজের পরিবর্তে দৈনিক ১০-১২ ঘন্টা কাজ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রমকোডে শ্রমিকদের সঙ্গীদের হওয়া, ট্রেড ইউনিয়ন করা, ধর্মঘট করার অধিকার খর্ব করা হয়েছে।

অপরদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রীকে অপহরণের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের নীরবতা, কার্যত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দস্যুবৃত্তি ও আধিপত্যবাদকেই সমর্থন করে। এর থেকেই বোঝা যায় বর্তমান বিজেপি সরকার জাতীয় স্বার্থ ও দেশের শ্রমিক-কৃষক ও জনগনের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে চলছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারও শ্রমিক অধিকার নিয়ে পুরোপুরি নিশ্চুপ। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে রাজ্য সরকার ধর্মঘট ভাঙ্গার দায়িত্ব নিয়েছে।

সি আই টি ইউ-এর অষ্টাদশ সর্বভারতীয় সম্মেলন

কেন্দ্রীয় সরকারের সার্বিক শ্রমবিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও তীব্র সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ — ৪ঠা জানুয়ারী, ২০২৬, অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত হল সি আই টি ইউ-এর অষ্টাদশ সর্বভারতীয় সম্মেলন।

দেশের ২৫টি রাজ্যে, সি আই টি ইউ কেন্দ্র এবং সর্বভারতীয় কর্মকর্তা সহ মোট ১২৭৮ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫, সভানেত্রী কে হেমলতা রক্তপতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের সূচনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়াল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্যামবিস কইরিন্টিস। এছাড়াও বি এম এস ব্যাতিত দেশের প্রায় সবকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সম্মেলনকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের যৌথ মঞ্চকে শক্তিশালী করা, শ্রমিক-কৃষক-কৃষি শ্রমিকদের ঐক্যে প্রসারিত করা এবং দেশের বৃহত্তর শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এছাড়া সর্বভারতীয় কৃষকসভা, যুব ফেডারেশন, ছাত্র ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ও ক্ষেত্রমজুর সংগঠনের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সম্মেলনে অভিনন্দন জানান।

সভানেত্রী কে হেমলতার প্রারম্ভিক ভাষণের পর বিগত তিন বছরের খসড়া সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক তপন সেন। প্রতিবেদনে বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সামনে মূল সমস্যাগুলির কথা উঠে এসেছে। উঠে এসেছে আগামী দিনের আন্দোলন-সংগ্রামের রূপরেখা। সাংগঠনিক প্রতিবেদনের পাশাপাশি পেশ করা হয় সি আই টি ইউ এর নেতৃত্বে রাজ্যভিত্তিক ও শিল্পক্ষেত্রভিত্তিক দেশজোড়া আন্দোলন-সংগ্রামের বিবরণ। এছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে আগামীদিনের বিকল্প ধারার আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন পেশ করা হয়। বিগত তিন বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাবে পেশ করেন এম সাইবাবু। উপস্থিত প্রতিনিধিদের বিস্তারিত আলোচনার পর প্রতিবেদন সমূহ এবং আয়ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এফ এম আর এ আই-এর পক্ষ থেকে সম্পাদকের প্রতিবেদন ও কর্মসূচী থেকে ৭টি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

উল্লেখযোগ্য, সম্মেলনে প্রবীনতম প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এফ এম আর এ আই-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জ্ঞান শঙ্কর মজুমদার এবং কনিষ্ঠতম প্রতিনিধি ছিলেন রাজস্থান থেকে এফ এম আর এ আই-এর বর্তমান সদস্য বিজয় কুমার শর্মা।

সম্মেলন পরিচালনা করেন সভানেত্রী কে হেমলতা ও ১৩ জন সহ-সভাপতিকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী। সমাবেশ থেকে সুদীপ দত্ত সভাপতি এবং এলারাম করিম সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ হিসাবে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন এম সাইবাবু। তিনজন স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্যসহ মোট ৪২ জন সর্বভারতীয় কর্মকর্তা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। এ আর সিন্ধু কর্মরতা মহিলাদের সর্বভারতীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

সম্মেলনের শেষদিন ৪ঠা জানুয়ারী প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ওষুধ সংক্রান্ত আন্দোলন: সাম্প্রতিক অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ করণীয়

GST হ্রাস FMRAI-এর দীর্ঘদিনের নিরলস সংগ্রামের ফল

GST কাউন্সিলের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওষুধের উপর GST ৫ শতাংশে নামানো এবং ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধে শূন্য GST ধার্য করা কোনো শাসকগোষ্ঠীর অনুগ্রহ নয়। এটি FMRAI-এর দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের ফল, যার সূচনা ২০০৭ সালে, GST চালু হওয়ার বহু আগেই।

দেশে প্রথম FMRAI-ই ওষুধের উপর অযৌক্তিক করের প্রশ্ন তোলে এবং ধারাবাহিকভাবে সারা দেশে আন্দোলন গড়ে তোলে। অন্য সংগঠন ও রাজনৈতিক দল পরে এই দাবি গ্রহণ করলেও, একই নিষ্ঠা ও ধারাবাহিকতায় কেউ এই লড়াই চালায়নি। FMRAI-এর আন্দোলনের চাপে সরকার কিছুটা ছাড় দিতে বাধ্য হয়েছে।

উদ্বেগজনক দিক

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে GST কমলেও সাধারণ মানুষ এখনো তার বাস্তব সুফল পাচ্ছেন না। অধিকাংশ ওষুধ পুরনো GST-তেই বিক্রি হচ্ছে। উপরন্তু, ২০২৬ সালের এপ্রিলে মূল্যনিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা ওষুধের দাম ১০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে, যা এই সামান্য ছাড়কেও অর্থহীন করে দেবে। ফলে রোগীরা উপকৃত না হয়ে ওষুধ কোম্পানিগুলিই লাভবান হবে। তাই আন্দোলন এখানেই শেষ নয়।

FMRAI-এর দাবি

১) সব ওষুধে শূন্য GST

২) সব ওষুধের উপর কার্যকর, স্বচ্ছ ও ব্যয়সাপেক্ষ মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

ভেজাল ওষুধ সরকারের ব্যর্থতার নগ্ন প্রকাশ

রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে ভেজাল কফ সিরাপ খেয়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনা আবারও প্রমাণ করেছে যে ওষুধের মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। আগেও কালো তালিকাভুক্ত সংস্থার তৈরি ওষুধ সরকারি হাসপাতালে বিতরণ হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গেও ঘটেছে। সরকারি ওষুধ উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে লাভনির্ভর ছোট সংস্থাকে ছাড় দেওয়ার ফলেই এই বিপর্যয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধান আশঙ্কা

একদিকে একতরফা ওষুধের দাম বাড়ানো, অন্যদিকে ছাড়ের নামে জেনেরিককে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকারি হাসপাতালে ও অমৃত জনঔষধি কেন্দ্রগুলিতে তথাকথিত ছাড়ের নামে বিজ্ঞাপন দিয়ে রোগীদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, যা আইনবিরুদ্ধ। এতে ওষুধের গুণমান প্রশ্নের মুখে পড়ছে এবং চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের হাতে, যা রোগীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা দুয়ের জন্যই বিপজ্জনক।

এই প্রেক্ষাপটে WBMSRU রাজ্যজুড়ে বিজ্ঞান মঞ্চ, AHSD, PRC—সহ বিভিন্ন সংগঠনের

এর পর ৩ পাতায়

12TH FEBRUARY 2026
Reporting in DCR
ALL INDIA STRIKE

সম্পাদকীয়

আজকের লড়াই-এর প্রাসঙ্গিকতা

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর ১৯১৯ সালে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আই এল ও। সেই পথে চলে ১৯২০ সালে ব্রিটিশ ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণ বিরোধী সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে ওঠে শ্রমজীবী মানুষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রথম সর্বভারতীয় সংগঠন “এ আই টি ইউ সি” লক্ষ্য ছিল অধিকার আদায়ের প্রক্ষেপে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করা। প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠার ১০০ বছরের মাথায় অর্থাৎ ২০১৯ সালে বর্তমান ভারতে নরেন্দ্র মোদির কেন্দ্রীয় সরকার গোটা দেশের শ্রমিকদের সাথে সাথে দেশের মেহনতী মানুষের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। সংসদ সেই সময়ে কালা কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবী নিয়ে উত্তাল। সংসদ বয়কট করেছেন বিরোধীরা, ২০১৯ সালে ফাঁকা সংসদে কোড অন ওয়েজেস পাস করিয়ে নেন নরেন্দ্র মোদী। পরবর্তী সময়ে কোভিড কালে ফাঁকা সংসদে বাকি তিনটে কোড পাস করানো হয়।

সংসদে গত শীতকালীন অধিবেশনে কোনরকম আলোচনা ছাড়াই, ২০২৫ সালের ২১ শে নভেম্বর থেকে শ্রম কোডগুলি কার্যকর করার কথা ঘোষণা করা হলো। সংসদে হঠাৎ করে বন্দেমাতরম সংগীত সৃষ্টির সার্থশতবর্ষ পূর্তির আলোচনার হিড়িক তুলে তারই আড়ালে কোডগুলি কার্যকর করা হলো। শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে এ নিয়ে কোন আলোচনা হলো না। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি না মেনে গত পাঁচ বছরে রাজ্য সরকারগুলির কোন মতামত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। একই সাথে পাশ করানো এবং আইনে পরিণত হলো ১০০ দিনের কাজের গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের নতুন রূপভি. বি. জি. রামজি বিল।

সংসদে কেন্দ্রের সরকার যখন ২৯টি শ্রম আইনকে তুলে দিয়ে চারটি শ্রমিক বিরোধী শ্রম কোড প্রবর্তন করলেন প্রায় একই সময়ে ১৯শে নভেম্বর আমাদের রাজ্যের সরকার আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের দাবী মেনে ওষুধ শিল্পের অন্তর্গত হিসেবে মেডিকেল রিপ্রেসেন্টেটিভদের জন্য, দক্ষ শ্রমিক হিসাবে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেন। আমাদের দাবি মেডিকেল রিপ্রেসেন্টেটিভদের অতি দক্ষ শ্রমিক হিসাবে ঘোষণা করতে হবে।

কিন্তু নয়া শ্রম কোডের মধ্যে ওয়েজ কোডে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার গোটা দেশের সকল শ্রমিক কর্মচারীর জন্য ফ্লোর লেভেল ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করবেন এবং রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই সেই ন্যূনতম ফ্লোর লেভেল ঘোষিত মজুরির নিচে কোন শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি হবে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বার বার বলা স্বত্ত্বেও থেকে কোন প্রচেষ্টা নেই ফ্লোর লেভেল ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করার। ফলে আমরা এখনো জানতে পারছি না আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত মেডিকেল রিপ্রেসেন্টেটিভদের ন্যূনতম মজুরির সঠিক অবস্থান। আমরা চাই ন্যূনতম মজুরীর সাথে আট ঘন্টা কাজের সময় সীমা। আমরা চাই ৮ ঘন্টা কাজের অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য প্রতি ঘন্টার দু'ঘন্টা কাজের মজুরী। ২০১১ সালে সর্বভারতীয় সংগঠনের পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে ওষুধ শিল্প ছাড়া আরো ১০ টি অন্যান্য শিল্পে এস পি ই আইন এর প্রসারণ ঘটে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর সাম্প্রতিকতম ন্যূনতম মজুরির বিজ্ঞপ্তিতে এর কোন উল্লেখ নেই। ইতিমধ্যে ১০টি অন্যান্য শিল্পের অন্তর্ভুক্তি দাবী করে আলোচনা চেয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল এ্যান্ড সেলস্ রিপ্রেসেন্টেটিভস্ ইউনিয়ন।

তথাকথিত শ্রমিক বিরোধী শ্রম কোডগুলিকে রঙিন মোড়কে মুড়ে ফেলতে দেশব্যাপী খবরের কাগজে পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন, টিভির পর্দায় দীর্ঘস্থায়ী সময় ধরে জনগণের করের কোটি কোটি টাকা খরচ করে মোদী সরকার প্রচার করতে চেয়েছেন শ্রম কোডের গুনগান। আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আমরা বিভ্রান্ত হব না। আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ শিল্পাঞ্চলের নিস্তব্ধতা প্রমান করবে বাজারী কায়দার প্রচারের ঢঙ্কানিনাদ।

ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল এ্যান্ড সেলস্ রিপ্রেসেন্টেটিভস্ ইউনিয়ন-এর পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে ব্যাপকতম আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেলস্ প্রমোশন শিল্পের সাথে যুক্ত সকল শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলনের অনুরণন সমাজের সব অংশের মেহনতি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে রাজ্য কমিটি।

আইনি লড়াই

২০ তম রাজ্য সম্মেলনের পর, রাজ্য লিগাল সাব কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় আগামীতে প্রতিটি জেলাতে লিগাল সাব কমিটি তৈরী করে বিভিন্ন কোম্পানির দমন পীড়নের বিরুদ্ধে সংগঠিত লড়াই গড়ে তুলতে হবে। কোন ইস্যু এলে, তা রাজ্য কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আঞ্চলিক কমিটি ও জেলা কমিটির মতামত সহকারে ইস্যু নিয়ে একটা সম্যক ধারণা তৈরীর পর, সেটা সঠিক ও সুচারুভাবে সমাধান করার দিকে এগিয়ে যাওয়া যাবে। তাই প্রতিটি ইস্যুতে আঞ্চলিক কমিটি ও জেলা কমিটির মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গত ১৭ই জানুয়ারী ২০২৬, জলপাইগুড়ি জেলায় হাইকোর্টের ৪টি স্থায়ী বেঞ্চ ও ৯টি সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন হয়। এর মধ্যে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও রয়েছে।

মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কুচবিহার - উত্তরবঙ্গের এইসব জেলার আইনী বিষয়ক সমস্যার সমাধান এখন জলপাইগুড়িস্থিত হাইকোর্ট থেকে হবে। ফলে এই অঞ্চলের, আমাদের সাংগঠনিক পরিকাঠামোতে ৬টি জেলার আইনী বিষয়ক উপসমিতির গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এইসকল জেলাতে আইন বিষয়ক দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

এর পর ৩ পাতায়

সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারীকরণ বন্ধ হোক

স্বাস্থ্য কোনো পণ্য নয়, স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের মানসম্মত ও শাস্ত্রীয় চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্রমাগত বেসরকারীকরণ সেই অধিকারকে গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে। সরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পরিষেবাগুলি ধীরে ধীরে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গরিব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বেসরকারীকরণের ফলে চিকিৎসা ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। লাভের লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। বহু ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা, অতিরিক্ত ওষুধ ও চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীদের উপর আর্থিক চাপ বাড়ানো হচ্ছে। অন্যদিকে সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে দুর্বল করে ইচ্ছাকৃতভাবে বেসরকারি ব্যবস্থাকে বিকল্প হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণরূপে জনস্বার্থবিরোধী।

কোভিড-১৯ মহামারি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা ছাড়া কোনো সমাজ নিরাপদ নয়। সংকটের সময় বেসরকারি হাসপাতালগুলির ভূমিকা সীমিত থাকলেও সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকর্মীরাই সামনে থেকে লড়াই করেছেন। তাই সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে দুর্বল না করে আরও শক্তিশালী করা, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, জনবল নিয়োগ ও পরিকাঠামো উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন।

আমরা দৃঢ়ভাবে দাবি জানাই সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারীকরণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। স্বাস্থ্যকে মুনাফার হাতিয়ার না বানিয়ে জনগণের কল্যাণের স্বার্থে একটি শক্তিশালী, সর্বজনীন ও বিনামূল্যের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য এটাই একমাত্র পথ।

জাতীয় স্বাস্থ্য সম্মেলন ও জনস্বাস্থ্য অভিযানের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ১১ই জানুয়ারি, দি ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারস এ ‘স্বাস্থ্য পণ্য নয়, মানুষের অধিকার’- এই শীর্ষক বিষয়টিকে কেন্দ্র করে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কনভেনশনে আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন গণসংগঠন ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। কনভেনশনে মোট ২৩ টি প্রস্তাব উত্থাপন গ্রহণ করা হয়। আমাদের রাজ্য সংগঠনের পক্ষ থেকে এই কনভেনশনে বক্তব্য রেখেছেন রাজ্য কমিটির সদস্য তথা কলকাতা জেলার সম্পাদক অয়ন সাহা। আগামী দিনে এই দাবীকে সামনে রেখে আরো দৃঢ়তার সঙ্গে আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয় এবং আমাদের দেশের প্রান্তিক মানুষের কাছেও সরকারি স্বাস্থ্যপরিষেবা বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়াই হবে একমাত্র লক্ষ্য।

শোক বার্তা

সোনাই কুন্ডু : লুপিন কোম্পানিতে কর্মরত হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছি লোকাল কমিটির সদস্য সোনাই কুন্ডু গত ১৬ই নভেম্বর ২০২৫ তারিখে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সোনাই কুন্ডুর অকাল প্রয়াণে আমরা মর্মান্বিত এবং তার শোকাকর্ষ পরিবারের প্রতি রইলো আমাদের সমবেদনা।



বাগ্মা লক্ষর : অন্যান্য শিল্পের অন্তর্গত সেভেন সীজ প্রো বিউটি (Seven Seas Pro Beauty) কোম্পানিতে কর্মরত মালদা জেলার সদস্য বাগ্মা লক্ষর গত ১১ই ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। বাগ্মা লক্ষরের অকাল প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত এবং তার চার বছরে শিশু সন্তানসহ পরিবারের সকলের প্রতি রইল আমাদের সমবেদনা।



জিৎ ঘোষ : এমকিউর কোম্পানিতে কর্মরত উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণেশ্বর লোকাল কমিটির সদস্য জিৎ ঘোষ গত ২৪শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ রাত্রি ৮টার সময় কলিকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জিৎ ঘোষের অকাল প্রয়াণে আমরা মর্মান্বিত এবং তার শোকাকর্ষ পরিবারের প্রতি রইলো আমাদের সমবেদনা।



পার্থ প্রতিম দত্ত : ট্যাবলেটস ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কর্মরত হুগলি জেলার পূর্ব শ্রীরামপুর আঞ্চলিক কমিটির সদস্য পার্থপ্রতিম দত্ত গত ৯ই ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পার্থ প্রতিম দত্তের অকাল প্রয়াণে আমরা গভীর শোকাহত এবং তার শোকাকর্ষ পরিবারের প্রতি রইলো আমাদের সমবেদনা।



কোম্পানীগত আন্দোলন – সংগ্রাম

আই সি পি এ : ম্যানেজমেন্ট জিপিএস চালিত রিয়েল-টাইম রিপোর্টিং সিস্টেম চালু করেছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ২০২৫ সালের আগস্ট মাস থেকে ফিল্ড কর্মীদের বেতন এবং ২০২৫ সালের জুলাই মাস থেকে তাদের মাসিক এক্সপেন্স বেআইনিভাবে আটকে রেখেছে। এছাড়া, ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষের বোনাসও দেওয়া হয়নি। কর্তৃপক্ষ শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ৯এ এবং ধারা ৩৩-এর বিধানগুলোকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে। এই আক্রমণ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ৩৬ জন ফিল্ডকর্মীর সাহসিকতার সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। আইসিপিএ-র ফিল্ডকর্মীরা গত ২৯শে নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে একদিনের মাস ক্যাজুয়াল লিভ পালন করেছেন। এই অবৈধ নজরদারির ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানিয়ে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। এফএমআরএআই বেশ কয়েকবার ম্যানেজমেন্টের সাথে আলোচনার চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে ফিল্ড কর্মীরা আক্রান্ত সেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুট করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে, ম্যানেজমেন্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ফলে প্রাপ্য বকেয়া বা এরিয়ারের শেষ কিস্তি মেটাতে দেরি করার চেষ্টা করেছিল। তবে এফএমআরএআই-এর পাঠানো একটি ডিম্যান্ড লেটার সেই বকেয়া টাকা প্রদানের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। সর্বভারতীয় কাউন্সিলের পাশাপাশি জেলায় জেলায় কাউন্সিল সাবকমিটিগত ভাবেও এই কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন, কোম্পানির অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। ফিল্ডওয়ার্কারদের বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জ্বলন্ত সমস্যার বিরুদ্ধে আইসিপিএ কর্মীদের এই অকুতোভয় লড়াইয়ের শক্তি বৃদ্ধিতে এখন সব মহল থেকে সংহতি ও সমর্থন প্রয়োজন।

ব্রিটিশ বায়োলজিক্যাল : এই কোম্পানির কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে তাদের শ্রমিকবিরোধী নীতি বজায় রেখেছে। বর্তমান আইন এবং প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তারা একতরফাভাবে “জিও ফেন্ডড রিপোর্টিং সিস্টেম” চালু করেছে। কর্তৃপক্ষ দেশের আইন লঙ্ঘন করছে এবং ফিল্ড কর্মীদের একটি বড় অংশ এখনও ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষের বোনাস পাননি। সাম্প্রতিক এক পদক্ষেপে, কোম্পানিটি প্রিভিলেজ লিভ বা অর্জিত ছুটি নগদীকরণ বন্ধ করার বিষয়ে একটি সার্কুলার জারি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে, এফ এম আর এ আই-এর পক্ষ থেকে ইতিপূর্বেই কর্তৃপক্ষের কাছে একটি দাবি-পত্র পাঠানো হয়েছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাতে কোনো সাড়া দেয়নি। সংগঠনের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ স্বত্ত্বেও, বকেয়া বেতন কাটা, বদলি এবং কর্মচ্যুতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সমাধানে ম্যানেজমেন্ট সম্পূর্ণ অনীহা প্রকাশ করছে। কর্তৃপক্ষের অন্যায়, শ্রমিকবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে এই কোম্পানির ফিল্ড কর্মীরা আন্দোলন সংগ্রাম সংঘটিত করছেন এবং আগামী মার্চ মাসে দেশব্যাপী “মাস ক্যাজুয়াল লিভ” কর্মসূচিও পালন করতে চলেছেন। আমাদের রাজ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদস্য কৌশিক দোলুই কে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ অন্যায় ভাবে বেতন বন্ধ ও ছাঁটাই করে। এর প্রতিবাদে সারা রাজ্য জুড়ে কর্তৃপক্ষের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হওয়ার ফলে কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

খান্ডেলওয়াল : একটি নজিরবিহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, ফিল্ড কর্মীদের এবং সর্বভারতীয় কাউন্সিলকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে খান্ডেলওয়াল ল্যাবরেটরিজ-এর ম্যানেজমেন্ট গত ১লা জানুয়ারি ২০২৬-এ তাদের সমস্ত পণ্য অরো ফার্মা-র কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এই ঘটনার আগে থেকেই কোম্পানিটি বিক্রি হয়ে যাওয়ার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, এআইসিসি সদস্যদের একটি প্রতিনিধি দল গত ২২শে ডিসেম্বর ২০২৫-এ ম্যানেজমেন্টের সাথে দেখা করেন। তবে ম্যানেজমেন্ট এই বিষয়ে মুখ খুলতে রাজি হয়নি। পুরো বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছিল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে একটি বড়

২য় পাতার পর

আইনি লড়াই

এই বিষয়টিকে সামনে রেখে রাজ্য আইন বিষয়ক উপসমিতি রাজ্যের সকল জেলায় লিগাল কনভেনশন শুরু করছে। এই বিষয়ে তথ্য নিম্নরূপ:

- ১৬০১ ২৬ : হাওড়া - আলোচক কম সৌরভ সাহা, উপস্থিত সদস্য ১২০ জন।
- ১৬০১ ২৬ : কুচবিহার - প্রস্তাবক, কম মৃণ্ময় রায়। আলোচক কম শশাঙ্ক মৌলি রায় ও কম মৃণাল পাঠক। উপস্থিত সদস্য ১৬০ জন।
- ১৭০১ ২৬ : জলপাইগুড়ি - প্রস্তাবক কম শশাঙ্ক মৌলি রায়, আলোচক কম মৃণাল পাঠক। উপস্থিত সদস্য ৭০ জন।
- ১৮০১ ২৬ : শিলিগুড়ি - প্রস্তাবক কম অতনু পাল, আলোচক কম শশাঙ্ক মৌলি রায় ও কম মৃণাল পাঠক। উপস্থিত সদস্য ১৩০ জন।
- আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের আগে উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে লিগাল কনভেনশন আয়োজিত হবে। বাকি জেলাগুলিতে আগামী অক্টোবর ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কনভেনশন আয়োজিত হবে।

এছাড়া Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act— ১৯৭৬ এর প্রণয়ন ও লাগু হওয়ার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২৫ শে জানুয়ারি উত্তর চব্বিশ পরগনা ও কলকাতা জেলাতে এক বিশেষ বক্তৃতা সভার আয়োজন করা হয়, মুখ্য আলোচক হিসেবে কম শশাঙ্ক মৌলি রায় উপস্থিত ছিলেন। সারা রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জেলার কমিটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে এইদিনটি পালন করে। এই অনুষ্ঠানে সকলস্তরের সদস্য তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে।

অংশের ফিল্ড কর্মীদের কাছে একটি চিঠি আসে যা কার্যত টার্মিনেশন লেটার। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক থাকা একটি কোম্পানিতে সেই সম্পর্ককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এইরকম ছাঁটাইয়ের চিঠি একেবারেই বেআইনি। দেখা গেছে যে, মোট ৫১৭ জন এসপিএ-এর মধ্যে ৩৬৩ জনকে অরো ফার্মায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং বাকি ১১৭ জনকে খান্ডেলওয়ালের একটি নবগঠিত ডিভিশন, “খান্ডেলওয়াল নিউট্রা”-তে রেখে দেওয়া হয়েছে। এই নতুন ডিভিশনের স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে, এফএমআরএআই অরো ফার্মা ম্যানেজমেন্টের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছে এবং ওই কর্মীদের অরো ফার্মাতেই পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছে।

ওয়ালেশ : এফ এম আর এ আই এর সাথে দীর্ঘ ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় ছিল, নির্দিষ্ট সময়ে সংগঠনের সাথে বেতন চুক্তি সম্পাদিত হতো। কিন্তু এই কোম্পানি কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে উপেক্ষা করে এক তরফা ভাবে ছাঁটাই বদলি সহ নানা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে। এরপর ২০২৩ সালে নভেম্বর মাসে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ রিপোর্টিং পদ্ধতিতে বদল আনতে চাইলে ওয়ালেশ কাউন্সিলের সদস্যরা সম্মতভাবে এর প্রতিবাদ করে এবং ৫৪ দিন রিপোর্ট বন্ধ রেখে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে কল টু কল রিপোর্টের পরিবর্তে তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট করার পদ্ধতিতে ফিরে আসতে। অতি সম্প্রতি গ্যাসট্রোভা ডিভিশনের কলকাতায় কর্মরত একজন ফিল্ড কর্মীকে কলকাতা অফিসে ডেকে জোর করে রেজিগনেশন লিখিয়ে নেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ বিষয়টিতে ডাবলু বি এম এস আর ইউ ও ওয়ালেশ কাউন্সিল হস্তক্ষেপ করে এবং সংশ্লিষ্ট ফিল্ড কর্মীকে পুনর্বহাল করতে ম্যানেজমেন্ট বাধ্য হয়। এর পর ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে ম্যানেজমেন্ট জিওফেন্সিং করে কল টু কল রিপোর্ট করার নির্দেশ দেয়। সেই সময় থেকেই ফিল্ড কর্মীরা প্রতিবাদ শুরু করে। শুরু হয় ওয়ালেশ অফিসের সামনে এবং কর্মক্ষেত্রে ধর্না, বিক্ষোভ কর্মসূচী, ম্যানেজমেন্টের সাথে অসহযোগিতা। ম্যানেজমেন্ট ফিল্ড কর্মীদের ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসের বেতন আটকে দেয়। এই আক্রমণ সত্ত্বেও ডাবলু বি এম এস আর ইউ ও এফএমআরএআই-এর নেতৃত্বে সারা দেশব্যাপী ওয়ালেশের ফিল্ডকর্মীরা ম্যানেজমেন্টের চোখে চোখ রেখে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রক্টর অ্যান্ড গ্যান্ডল হেলথ লিমিটেড (পি অ্যান্ড জি) : এই কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ফিল্ড কর্মীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে দমনমূলক ও বেআইনি কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক এক ঘটনায়, পূর্ব বর্ধমান জেলায় কর্মরত সুদীপ্ত ঘোষালকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক অভিযোগের ভিত্তিতে বরখাস্ত করা হয়েছে। অনলাইন এনকোয়ারির মাধ্যমে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত সুযোগ না দিয়েই কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই করেছে। এই প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপের পাশাপাশি, কোম্পানি তাদের কর্মচারীদের ওপর বেআইনি নজরদারি চালাচ্ছে, আইনসিদ্ধ ছুটি থেকে বঞ্চিত করছে এবং সেলস প্রমোশন এমপ্লয়িজ (কন্ডিশনস অব সার্ভিস) অ্যাক্ট ১৯৭৬ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নিয়োগপত্র প্রদান করতে অস্বীকার করছে। এই পরিস্থিতিতে সারা রাজ্য জুড়ে এই কোম্পানির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।

ক্যাচেট : এই কোম্পানির কর্তৃপক্ষ কোন রকম পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ডেইলি রিপোর্টের লকিং এর সময় পাঁচ দিন থেকে কমিয়ে তিন দিন করে দেয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্য কাউন্সিলের নেতৃত্বে কোম্পানির সমস্ত ফিল্ড কর্মীরা প্রতিবাদ সংগঠিত করেন। প্রতিবাদের মুখে পড়ে কর্তৃপক্ষ তাদের অন্যায় সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

১৮তম কাউন্সিল কনফারেন্স

সংগঠনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিয়মমাফিক এ বছর শুরু হয়েছে ১৮ তম কাউন্সিল সম্মেলন। প্রথম পর্যায়ে এখন অবধি মোট ৪১ টি কাউন্সিলের সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই সমস্ত সম্মেলন গুলি থেকে কাউন্সিল আন্দোলনকে আমাদের রাজ্যে আরো মজবুত করা ও নতুন কাউন্সিল নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলছে। এখন অবধি অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সম্মেলন গুলিতে মোট ১৭৪৭ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেছেন। এই কাউন্সিল সম্মেলন আমাদের রাজ্যে কাউন্সিল আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করবে।

রাজ্য কাউন্সিল সম্মেলনের আগে সর্বভারতীয়ভাবে চিহ্নিত মোট ১৫টি কাউন্সিল এবং আমাদের রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ৪টি কাউন্সিল— গ্লেনমার্ক, ইন্ডোকো, এমকিওর, ইন্ডকেমি এর সাব ইউনিট কাউন্সিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনগুলি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাজ্য কাউন্সিল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সাব ইউনিট কাউন্সিল সংগঠনের বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সাব ইউনিট সম্মেলনগুলিতে কাউন্সিল সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

২য় পাতার পর

ওষুধ সংক্রান্ত আন্দোলন

সঙ্গে সভা, আলোচনা ও যৌথ কর্মসূচির মাধ্যমে ওষুধ সংক্রান্ত আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করেছে।

ইতিমধ্যেই এই দাবিগুলি নিয়ে FMRAI—এর তিনটি প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক, ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি এবং CDSCO—র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে।

এই পরিস্থিতিতে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাস জুড়ে WBMSRU-র নেতৃত্বে সরকারী ওষুধ নীতির অসারতা তুলে ধরতে রাজ্য মিছিল সহ জেলায় জেলায় অন্যান্য সব সম-মনোভাবাপন্ন সংগঠনদের নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক শক্তি

একটি স্বাধীন পররাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্র প্রধান নিকোলাস মাদুরোকে রাতের অন্ধকারে অপহরণ করে আমেরিকার মাটিতে তুলে নিয়ে যাওয়ার অপরাধ নাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন। অজুহাত ভেনেজুয়েলা এবং তার রাষ্ট্র প্রধান মাদক চক্রের নিয়ন্ত্রণ। যদিও লাতিন আমেরিকায় একাধিক মার্কিন মদতপুষ্ট দক্ষিণপন্থী রাষ্ট্র রয়েছে যারা মাদক নেটওয়ার্কের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই আক্রমণের ঘোষিত লক্ষ্য নাকি ভেনেজুয়েলায় গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে ভেনেজুয়েলার মাটিতে আধিপত্যবাদের সূচনা করা। বর্তমান বিশ্বে অতীতে একাধিক মার্কিন রাষ্ট্রপতিদের আমলে পররাষ্ট্র দখলের একই উপাঙ্গ্যন প্রত্যক্ষ করেছে। গণতন্ত্রের স্বঘোষিত রক্ষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর আগেও চিলির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দেকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে, গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মিথ্যা অভিযোগে ইরাক আক্রমণ করে সাদ্দাম হোসেনকে সরিয়েছে, লিবিয়া থেকে মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে উৎখাত করেছে এবং পানামা আক্রমণ করে ম্যানুয়েল নোরিয়েগাকে বন্দি করেছে, তালিবানদের মদত দিয়ে আফগানিস্থানে নাজিবুল্লাহ হত্যা এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই আগ্রাসন কেবল সাম্রাজ্যবাদী নয়, বরং প্রকৃতিগতভাবে ঔপনিবেশিক, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বিদেশি তেল ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য নগ্নশক্তি প্রয়োগ করেছে।

বিশ্বের মজুত খনিজ তেলের ১৭ শতাংশ রয়েছে ভেনেজুয়েলায়। ১৯৭০-এর দশকে তারা প্রতিদিন ৩৫ লক্ষ ব্যারেল তেল উৎপাদন করত, যা এখন এক-তৃতীয়াংশে নেমে এসেছে। দেশটি ১৯৭৬ সালে তেল শিল্প কে জাতীয়করণ করে। ভেনেজুয়েলার তেল দশকের পর দশক ধরে মার্কিন কোম্পানিগুলো লুট করেছে। হুগো চ্যাভেজ তেল খনিগুলির সাথে তেল প্রস্তুতকারী সংস্থার জাতীয়করণ করে তেল লুট রুখে দেন। ২০১৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যার ফলে তাদের তেলের পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখন প্রতিশোধের এই রাজনীতির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণভাবে তার সমর্থন ভিত্তি নিশ্চিত করতে চাইছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬৬টি জাতিসংঘ সংস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বার্তা দিয়েছে যে তাদের অগ্রাধিকার কেবল নিজস্ব স্বার্থ। এটি একটি ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের পেশি প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিশ্ব বানিজ্যের প্রবাহ অনুযায়ী ভেনেজুয়েলার মাটিতে একাধিক ক্ষেত্রে একাধিক ভারতীয় শিল্প সংস্থা তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করেছে। শুধুমাত্র খনিজ তেল বা গ্যাস অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ইস্পাত, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রই নয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য ভারতবর্ষের ওষুধ শিল্পের একাধিক ভারতীয় বহুজাতিক কোম্পানি যেমন সান ফার্মাসিউটিক্যালস, ড: রেডিস ল্যাব, সিপলা, গ্লেনমার্কসহ একাধিক কোম্পানির বানিজ্যিক অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে এই দেশে।

ভেনেজুয়েলার এই ঘটনা কেবল তেলের জন্য নয়, তার চেয়েও গভীর কিছু। চীন বর্তমানে ভেনেজুয়েলাসহ অনেক ল্যাটিন আমেরিকান দেশের বৃহত্তম দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য অংশীদার। চীন ইউয়ানের মাধ্যমে অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে এবং ল্যাটিন আমেরিকার অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবল ভেনেজুয়েলার তেল ও খনিজ সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ চায় না, বরং তারা পশ্চিম গোলার্ধ থেকে চীনকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়।

আমেরিকা আজ আতঙ্কিত, লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশ্ববানিজ্যে ডলারের একচেটিয়া অবস্থান আজ টলমল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ন্যাটো গোষ্ঠীর অভিভাবক আমেরিকা তার দায়িত্ব থেকে সরে আসতে চাইছে। বরং ন্যাটোর অন্তর্গত দেশগুলির ওপর অন্যায্য শুল্ক চাপানো বা সামরিক আক্রমণের হুমকি দিচ্ছে। ল্যাটিন আমেরিকার বাইরে কানাডা, মধ্য প্রাচ্যের ইরান, বর্হিপ্রকাশ পৃথিবীর দেশে দেশে একতরফা শুল্ক চাপাচ্ছে। গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বা বানিজ্যিক বোঝাপড়া বা জোট তৈরি হচ্ছে। ডলার নির্ভরতা কমাতে এই জোটগুলি নিজস্ব মুদ্রা চালু করে তার মাধ্যমে বানিজ্যিক লেনদেন চাইছে।

বিশ্ববাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আধিপত্যবাদে বিশ্বাসী। বিশ্বায়নের মুখোশ সরিয়ে সাম্রাজ্যবাদ তার কদর্য রূপ দেখাচ্ছে। ভেনেজুয়েলা চীন, রাশিয়া এবং ইরানের সাথে অর্থনৈতিক ও সামরিক নেটওয়ার্ক তৈরি করে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোকে মার্কিন প্রভাব বলয় থেকে বের করে আনার চেষ্টা করেছিল। বর্তমান আগ্রাসন সেই নব্য স্নায়ুযুদ্ধের একটি চরম সংঘাতের বিন্দু। ট্রাম্প বলছেন, ‘আমাদের তেল চুরি করা হয়েছে’ অথচ বিদেশি ভূখণ্ডে জোরপূর্বক তেলের দখল নিয়ে মার্কিন কোম্পানিগুলোকে মুনাফা করার সুযোগ করে দেওয়া থেকে তিনি বলছেন “গণতন্ত্র রক্ষা”। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ডের খনিজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়ে ইউরোপের অন্তর্গত ভূখণ্ডকে কিনে নিতে চাইছে। গোটা ইউরোপ এর বিরুদ্ধে এককাত্তা হয়েছে।

ভেনেজুয়েলার তেল ক্ষেত্রগুলো দখল করতে পারলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডাকেও হুমকি দিতে পারবে, কিন্তু এই আগ্রাসন প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে। চীন ও রাশিয়া যেভাবে ভেনেজুয়েলার পাশে দাঁড়িয়েছে, তাতে এই সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো এই আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়েছে। এটি শেষ পর্যন্ত গ্লোবাল সাউথ বা দক্ষিণ বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করবে এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবে।

কিন্তু পাশাপাশি ভারতের মতো দেশ তার নিজের সার্বভৌমত্বকে বিসর্জন দিয়ে আমেরিকার সাথে চুক্তি করেছে। ভারতবাসী জানেনা কি শর্তে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বানিজ্যিক চুক্তি করেছে নরেন্দ্র মোদীর বিজেপি সরকার। আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ গোটা দেশের সকল কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি যৌথভাবে ধর্মঘট ডেকেছে তার মূল লক্ষ্য চারটি শ্রমকোড কে রুখে দিয়ে সাম্প্রদায়িক, ফ্যাসিবাদী বিজেপি সরকার কে যোগ্য জবাব

এস পি ই আইনের ৫০ বছর পূর্তির উদযাপন

২০২৬, সেলস প্রমোশন এমপ্লয়িজ (কন্ডিশন অফ সার্ভিস) আইন প্রণয়নের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। ১৯৭৬ সালের ২৫শে জানুয়ারি, ভারতবর্ষের সংসদে সেলস প্রমোশন এমপ্লয়িজদের নিজস্ব পেশা সম্বন্ধীয় এই আইন পাস হয়। ওই বছরের ৬ই মার্চ মাননীয় রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর, সরকারি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে লাগু হয় এই আইন।

এই আইন প্রণয়নের আগে আমাদের দেশে সেলস প্রমোশন কর্মীরা শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন না। দেশের শ্রম আইনগুলিও তাদের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। এই আইন প্রণয়নের ফলে সেলস প্রমোশন কর্মীরা ছটি প্রধান শ্রম আইন—ওয়ার্কমেনস কমপেনসেশন আইন ১৯২৩, শ্রমবিরোধ আইন ১৯৪৭, মাতৃকালীন সুবিধা আইন ১৯৬১, নূন্যতম বেতন আইন ১৯৪৮, বোনাস আইন ১৯৬৫ ও গ্রাচুইটি প্রদান আইন ১৯৭২ এর আওতাভুক্ত হন।

পঞ্চাশ বছর সময়ে, এফ এম আর এ আই-এর লাগাতার আন্দোলনের চাপে দুবার এই আইন সংশোধিত হয়েছে। ১৯৭৬ সালের এই আইন প্রণয়নের সময়ে শ্রমিক হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য সেলস প্রমোশন কর্মীদের সর্বোচ্চ মজুরি প্রতি মাসে ৭৫০ টাকা বা তার কম হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এফ এম আর এ আই-এর সোচ্চার প্রতিবাদের ফলে ১৯৮৬ সালে সংশোধনীর মধ্য দিয়ে বেতনের এই উর্ধসীমা তুলে দেওয়া হয়। এবং ওষুধ শিল্পে কর্মরত সকল ফিলকর্মী বেতন সীমা ব্যতিরেকেই এই আইনের আওতাভুক্ত হন। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র ওষুধ শিল্পের কর্মরত সেলস প্রমোশন কর্মীরা এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন। ১৯১১ সালে এফ. এম. আর. এম. আই-এর দাবীকে আংশিক মান্যতা দিয়ে আরও দশটি শিল্পে কর্মরত সেলস প্রমোশন কর্মীদের এই আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়।

এফ এম আর এ আই-এর নেতৃত্বে সেলস প্রমোশন কর্মীদের দেশব্যাপী আন্দোলনের ইতিহাসে এই আইন এক অনন্য মাইলফলক। বিগত বছরগুলিতে বহু কোম্পানি কর্তৃপক্ষের আক্রমণের সামনে এই আইন ফিল্ড কর্মীদের জন্য ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৫০ বছর আগে, একটি সংগঠনের সীমিত সংখ্যক নেতৃত্ব ও সাধারণ সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ নাছোড় আন্দোলন যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে তাদের নিজস্ব পেশাগত একটি আইন প্রণয়নে বাধ্য করেছিল, তা উত্তরসূরী হিসেবে আজও আমাদের গর্বিত করে।

এস. পি. ই আইন প্রণয়নের ইতিহাস এবং এই আইনের সুবিধাগুলি সম্পর্কে আজকের প্রজন্মের সদস্যদের অবহিত করতে এবং যেভাবে কেন্দ্রীয় শ্রমিক বিরোধী সরকার দেশের কর্পোরেটদের স্বার্থে অন্যান্য ২৮ টি শ্রম আইনের সঙ্গে এস পি ই আইনকে তুলে দিয়ে চারটি শ্রমকোড লাগু করতে চলেছে, তার বিরোধিতায় ২৫শে জানুয়ারি দিনটি সারাদেশে পালন করার আহ্বান জানিয়েছিল এফ. এম. আর. এ. আই। আমাদের রাজ্যেও দিনটি যথাযোগ্য উৎসাহ ও মর্যাদার সাথে পালিত হয়েছে। কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে ২৫ শে জানুয়ারি সন্ধ্যায় সদস্যদের পরিবারবর্গকে নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। পরিবারের সদস্যদের যোগদান ছিল চোখে পড়ার মত। অনেক প্রাক্তন নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেও দিনটি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়। ওই দিন উত্তর দিনাজপুর ও হাওড়া জেলাতে সদস্যদের পরিবারের শিশুরা বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। হুগলি জেলায় আঞ্চলিক কমিটি ভিত্তিক একদিনের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। কোচবিহার জেলাতে আঞ্চলিক কমিটি ভিত্তিক মাস ব্যাপী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয় ওই দিন। পূর্ব বর্ধমান জেলায় ছাব্বিশে জানুয়ারি আঞ্চলিক কমিটি ভিত্তিক একদিনের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে এস পি ই আইনের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পালিত হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও ঐদিন ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় পারিবারিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিটি জেলাতেই নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সদস্যদের কাছে এস পি ই আইনের সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করা হয়।



দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা



কলকাতা জেলায়



হাওড়া জেলায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা



দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়।